(৩) মুমুক্ষু জীব, (৪) বদ্ধজীব—এই রকম মানুষ। নারদ শুকদেব এঁরা সব নিত্য জীব যেমন Steam-boat (কলের জাহাজ) আপনিও পারে যেতে পারে, আবার বড় জীব জন্তু হাতী পর্য্যন্ত পারে নিয়ে যায়। নিত্য জীবেরা নায়েবের স্বরূপ; একটা তালুক শাসন করে—আর একটা তালুক শাসন ক'রতে যায়। আবার মুমুক্ষুজীব আছে, যারা সংসার-জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছে। এদের মধ্যে দুই একজন জাল থেকে পালাতে পারে, তাদের বলে মুক্ত জীব। নিত্য জীবেরা এক একটা সিয়ানা মাছের মত কখনও জালে পড়ে না।

[বদ্ধজীব।]

"কিন্তু বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুঁস্ নাই, তারা জালে প'ড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হ'য়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরি-কথা সম্মুখে হ'লে সেখান থেকে চলে যায়—বলে, হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, 'প্রদীপে অত সল্‌তে কেন, একটা সল্‌তে দাও, তা না হলে তেল পুড়ে যাবে; আর পরিবার ও ছেলেদের মনে ক'রে কাঁদে আর বলে, হায়! আমি ম'লে এদের কি হবে! আর, বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে; যেমন উটের কাঁটা-ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দর্‌দর্ ক'রে রক্ত পড়ে, তবু কাটা ঘাস ছাড়্‌বে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে; মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হ'লো আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে; বলে কি ক'রবো, অদৃষ্টে ছিল! যদি তীর্থ ক'র্‌তে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা করবার অবসর পায় না—কেবল পরিবারদের পুঁটলী বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল ব'লে উড়িয়ে দেয়। (সদরওয়ালার প্রতি) মানুষ কত রকম দেখ, তুমি সব এক বল্‌ছিলে। কত ভিন্ন প্রকৃতি, কারুবেশী শক্তি, কারু কম।

[মৃত্যুকাল ও ঈশ্বরের নাম।]

"সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপ্‌লে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে কি হবে! সংসার আসক্তি ভিতরে

থাক্‌লে মৃত্যুকালে সেটী দেখা দেয়। কত আবল তাবল বকে, হয়তো বিকারের খেয়ালে হলুদ পাঁচফোড়ন তেজপাত বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। শুকপাখী সহজবেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধর্‌লে নিজের বুলি বেরোয়; কঁ্যা কঁ্যা করে।

"গীতায় আছে মৃত্যুকালে যা মনে ক'র্‌বে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ হরিণ ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিল, তাই হরিণ জন্ম হ'লো। ঈশ্বর চিন্তা ক'রে দেহত্যাগ ক'র্‌লে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয় অন্য সময় ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌ছে, কিন্তু মৃত্যু সময় করে নাই বলে, কি আবার এই সুখদুঃখময় সংসারে আস্‌তে হবে? কেন, আগে তো ঈশ্বর চিন্তা ক'রেছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীব-ঈশ্বর চিন্তা করে কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে; আবার ধূলা কাদা মাখে। মন মত্তকরী। তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, তা হ'লে আর ধূলা কাদা মাখ্‌তে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাহ'লে শুদ্ধ মন হয়, আর সে মন কামিনী কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই তাই এতো কর্ম্মভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গাস্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর ব'সে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান ক'রে তীরে উঠ্‌ছ অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে (সকলের হাস্য)। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাক্‌তে উপায় ক'র্‌তে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস ক'র্‌লে শেষের দিনেও তাঁকে মনে প'ড়বে।

ব্রাহ্মভক্ত। বেশ কথা হ'লো। অতি সুন্দর কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি এলোমেলো বক্‌লুম! তবে আমার ভাব কি জান? আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি ঘরণী, আমি গাড়ী তিনি Engineer, আমি রথ তিনি রথী যেমন চালান, তেমনি চলি, যেমন করান, তেমনি করি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[সঙ্কীর্ত্তনানন্দে।]

ত্রৈলোক্য আবার গান গাহিলেন। সঙ্গে খোল করতালি বাজিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, নৃত্য করিতে করিতে

কতবার সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন; স্পন্দহীন দেহ, স্থিরনেত্র, সহাস্য বদন, কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া আছেন। আবার ভাবান্তে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আঁখর দিতে লাগিলেন;—

"নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে;
আপনি নেচে, নাচাও গো মা;
(আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী;
সেই ভুবন-মোহনরূপে (একবার নাচ মা)।

সে অপূর্ব্ব দৃশ্য! মাতৃগত প্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য! ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, যেন লোহাকে চুম্বকে ধরিয়াছে। সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন, আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম, মা—নাম করিতেছেন। অনেকে বালকের মত 'মা মা' বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এখনও সমাজের সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হয় নাই। হঠাৎ এই কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! বিজয়কৃষ্ণ রাত্রে বেদিতে বসিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে।

সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও আসীন। সম্মুখে বিজয়। বিজয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়ে ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া সম্বাদ পাঠাইলে, তিনি একটী ঘরের ভিতর গিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিলেন, দেখ, তোমার শাশুড়ীর কি ভক্তি! বলে, সংসারের কথা আর ব'ল্‌বেন না, এক ঢেউ যাচ্চে, আর এক ঢেউ আস্‌ছে। আমি ব'ল্লুম, ওগো তোমার আর তাতে কি! তোমার তো জ্ঞান হ'য়েছে। তোমার শাশুড়ী তাতে ব'ল্লে, 'আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে! এখনও বিদ্যামায়া আর অবিদ্যা মায়ার পার হই নাই; শুধু অবিদ্যার পার হ'লে তো হবে না, আবার বিদ্যার পার হ'তে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে! আপনিই তো ও কথা বলেন।'

এ কথা হইতেছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত বেণীপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণীপাল (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়, তবে গাত্রোত্থান করুন, অনেক দেরি হ'য়ে গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন।

বিজয়। মহাশয়, আর উপাসনায় কি দরকার! আপনাদের এখানে আগে পায়েসের ব্যবস্থা, তার পর কড়ার ডাল ও অন্যান্য তরকারীর ব্যবস্থা।

(সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)। যেমন ভক্ত, সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্ত্বগুণী ভক্ত পায়েস দেয়, রজোগুণী ভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়; তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদির উপর বসিবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[বিজয়ের প্রতি উপদেশ।]

[ব্রাহ্মসমাজ ও লেক্‌চার (Lecture)। আচার্য্যের কার্য্য।]

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনি অনুগ্রহ করুন, তার পর আমি বেদি থেকে ব'ল্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অভিমান গেলেই হ'লো। 'আমি লেক্‌চার দিচ্ছি, তোমরা শুন', এ অভিমান না থাক্‌লেই হ'লো। অহঙ্কার জ্ঞানে হয় না, অজ্ঞানে হয়। যে নিরহঙ্কার, তারই জ্ঞান হয়, নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

"যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও হয় না, আর মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে আস্‌তে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়; আবার ঢোল ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই! শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয়, আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি, তুমি) ব'ল্‌তে থাকে, তখন নিস্তার হয়। এখন আর হাম্বা, হাম্বা (আমি, আমি) ব'ল্‌ছে না; ব'ল্‌ছে, তুঁহু, তুঁহু (তুমি, তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমিই সব।

[গুরুবাদ।]

"গুরু, বাবা ও কর্ত্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে যেন কাঁটা বেঁধে।

আমি মার ছেলে, আমি চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।

"যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর শালা, গুরু কি রে?' এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র এই ভবসাগরের কাণ্ডারী।

(বিজয়ের প্রতি) আচার্য্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মান্‌চে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, 'আমি ব'ল্‌ছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ। তার ঐ পর্য্যন্ত! ঐ একটু মান; লোকে হদ্দ ব'ল্‌বে, 'আহা, বিজয় বাবু বেশ ব'ল্লেন, লোকটা খুব জ্ঞানী'। 'আমি ব'ল্‌ছি', এ জ্ঞান কোরো না। আমি মাকে বলি, 'মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, যেমন করাও, তেমনি করি, যেমন বলাও, তেমনি বলি।"

বিজয় (বিনীতভাবে)। আপনি বলুন, তবে আমি গিয়ে বোস্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আমি কি ব'ল্‌বো; চাঁদা মামা সকলেরই মামা। তুমিই তাঁকে বলো। যদি আন্তরিক হয়, তা হ'লে কোন ভয় নাই।

বিজয় আবার অনুনয় করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "যাও, যেমন পদ্ধতি আছে, তেমনি কয়োগে। আন্তরিক তাঁর উপর থাক্‌লেই হোলো।"

তদনন্তর বিজয় বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিলেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

উপাসনান্তে ভক্তদের সেবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। সতরঞ্চ, গালিচা সমস্ত উঠাইয়া পাতা হইতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ও আসন হইল। তিনি বসিয়া শ্রীযুক্ত বেণীপাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরি, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, দধি ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মা।

আহারান্তে সকলে পান খাইতে খাইতে বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সেখানে মাষ্টারও ছিলেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব। Motherhood of God]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। তুমি তাঁকে মা মা ব'লে প্রার্থনা ক'রছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী।

"মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর জোর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমীদারী থেকে গাড়ী গাড়ী ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল পাকড়িওয়ালা লাঠী হাতে দ্বারবান্। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোক জন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে জোর ক'রে ধন সব কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিস চলে না।

বিজয়। ব্রহ্ম যদি মা, তা হ'লে তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা।' তোমার যদি নিরাকার ব'লে বিশ্বাস হয়, তুমি কালীকে সেইরূপে চিন্তা ক'রবে। একটা দৃঢ় ক'রে তাঁর চিন্তা ক'রলে, তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে। তখন জানতে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব হ'য়ে যাবে। আর একটী কথা;—তোমার নিরাকার ব'লে যদি বিশ্বাস হয়, তাই বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর ক'রে বোলো না যে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। ব'লো 'আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার; আরো কত কি হ'তে পারেন তিনি জানেন; আমি জানি না, বুঝতে পারি না'। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তাহ'লে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

[কালী ও ব্রহ্মে কখন অভেদ।]

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। অভেদ।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বোঝনা রে মন ঠারে ঠোরে।"

'আমি তত্ত্ব করি যাঁরে' অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মকে তত্ত্ব ক'রছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাকছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই ব'লছে,—

"আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

"অধর্ম্ম কি না অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কি না বৈধী কর্ম্ম—এতো দান ক'রতে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম।"

বিজয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ ক'রলে কি বাকী থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে ব'লেছিলাম, মা! এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। দেখ, আমি জ্ঞান পর্য্যন্ত চাই নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি—অমলা, নিষ্কাম, অহৈতুকী ভক্তি—বাকী থাকে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও আদ্যাশক্তি।]

ব্রাহ্মভক্ত। তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি অভেদ। মণির জ্যোতি ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান পূর্ণজ্ঞান না হ'লে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চ'লে যায়—তাই অহংতত্ত্ব ও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না। নেমে এলে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর 'ওঁ ওঁ' বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদ বিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই।

"যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা কি ধ্যান ক'রছি, এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনচো, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি মা, আমি ছেলে, এ বোধ থাকবে। এই ভেদ বোধ, আমি একটা, তুমি একটা। এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব ভেদ বোধ হ'চ্চে। যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মানতে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি তখন ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দেন।

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বল্‌বার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মান্‌তে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি ব'লে গেছে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম।]

বিজয়। এই আদ্যাশক্তি দর্শন,আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞান,কি উপায়ে হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে যাবে। তখন নির্ম্মল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাবে। ভক্তের আমি রূপ আর্সীতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন ক'র্‌বে। কিন্তু আর্সী খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাক্‌লে ঠিক প্রতিবিম্ব প'ড়্‌বে না।

"যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্য্যকে দেখ্‌তে হয়, আর সূর্য্যকে দেখ্‌বার কোন রূপ উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্য বই সত্য সূর্য্যকে দেখ্‌বার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যই ষোল আনা সত্য। যতক্ষণ আমি সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যও সত্য—ষোল আনা সত্য।" সেই প্রতিবিম্ব সূর্য্যই আদ্যাশক্তি।

"ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে ধ'রে সত্যসূর্য্যের দিকে যাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম যিনি প্রার্থনা শুনেন, তাঁরেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেন না, যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

"মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আর জ্ঞানযোগ বড় কঠিন পথ। ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। আমি তুমি সব স্বপ্নবৎ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বিদ্বেষ ভাব।]

"তিনি অন্তর্যামী! তাঁকে সরল মনে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে তাঁর শরণাগত হও, সব পাবে।

"আপনাতে আপনি থেকো মন, যেওনা কো কার ঘরে!
যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশ মণি, যা চাবি তা দিতে পারে;
কত মণি প'ড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

"যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে; মিশে

যেন এক হ'য়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখ্‌বে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু ও মুসলমান ও খৃষ্টান' এই ব'লে নাক সিঁট্‌কে ঘৃণা কোরো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জান্‌বে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে যত দূর পার। আর ভালবাসবে। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ ক'র্‌বে। 'জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের ঘরে স্ব স্বরূপকে দেখ্‌তে পাবে।

"রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে গিয়ে এক হ'য়ে যায়। এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক হ'য়ে যায়। নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে।'

[সন্ন্যাস ও সঞ্চয়; অর্থের সদ্ব্যবহার।]

রাত্রি দশটার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে দুই একজন সেবক ভক্ত। গভীর অন্ধকার, গাছতলায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণীপাল রামলালের * জন্য লুচি মিষ্টান্নাদি লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন।

বেণীপাল। মহাশয়! রামলাল আস্‌তে পারেন নাই, তাঁর জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)। ও বাবু বেণীপাল! তুমি আমার সঙ্গে ও সব দিও না। ওতে আমার দোষ হয়। আমার সঙ্গে কোন জিনিস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে ক'র্‌বে না।

বেণীপাল। যে আজ্ঞা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ খুব আনন্দ হ'লো। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ! যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হ'য়ে মানুষ নয়। মানুষের আকৃতি কিন্তু পশুর ব্যবহার। ধন্য তুমি! এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।

---

* শ্রীযুক্ত রামলাল—ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীমন্দিরের পূজারী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[দক্ষিণেশ্বরে—ভক্তসঙ্গে।]

চল ভাই, আবার তাঁকে দর্শন ক'র্‌তে যাই। সেই মহাপুরুষকে, সেই বালককে দেখিব, যিনি মা বই আর কিছু জানেন না; যিনি আমাদের জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন—তিনি ব'লে দেবেন, কি ক'রে এই কঠিন জীবন সমস্যা পূরণ ক'র্‌তে হবে; সন্ন্যাসীকে ব'লে দেবেন, গৃহীকে ব'লে দেবেন! অবারিত দ্বার। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছেন। চল, চল, তাঁকে দেখ্‌বো।

"অনন্ত গুণাধার প্রসন্ন মূরতি, শ্রবণে যাঁর কথা আঁখি ঝরে।"

চল ভাই, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রিয় দরশন, ঈশ্বর প্রেমে নিশিদিন মাতোয়ারা, সহাস্যবদন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে মানব-জীবন সার্থক করি।

আজ রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। হেমন্তকাল। কার্ত্তিকের শুক্লা সপ্তমী তিথি।

দুপহর বেলা। ঠাকুরের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন। সে ঘরের পশ্চিম গায়ে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার বারাণ্ডা। বারাণ্ডার পশ্চিমে উদ্যান-পথ উত্তর দক্ষিণে যাইতেছে। পথের পশ্চিমে মা কালীর পুষ্পোদ্যান, তাহার পরেই পোস্তা; তৎপরে পবিত্র-সলিলা দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত আছেন। আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঈশ্বর-প্রেম ভক্ত-মুখদর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! আনন্দ কেবল ভক্ত-মুখদর্পণে কেন? বাহিরের উদ্যানে বৃক্ষপত্রে, নানাবিধ যে কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে, বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রবিকর-প্রদীপ্ত-নীল নভোমণ্ডলে, মুরারিচরণচ্যুত গঙ্গাবারিকণাবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে, এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! সত্য সত্যই 'মধুমৎপার্থিবং রজঃ'—উদ্যানের ধূলি পর্য্যন্ত মধুময়!—ইচ্ছা হয়, গোপনে বা ভক্ত সঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই! ইচ্ছা হয়, উদ্যানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত

দিন এই মনোহারী গঙ্গাবারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের তরুলতা-গুল্মপত্রপুষ্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দান করি। এই ধূলির উপর দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ পাদচারণ করেন! এই বৃক্ষ লতা গুল্ম মধ্য দিয়া তিনি কি অহঃরহ যাতায়াত করেন! ইচ্ছা করে, জ্যোতির্ম্ময় গগন পানে অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া থাকি! কেন না, দেখিতেছি ভূলোক দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে!

ঠাকুর বাড়ীর পূজারি, দৌবারিক, পরিচারক, কেন সকলকে পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে—কেন এ স্থান বহুদিনান্তে দৃষ্ট জন্ম ভূমির ন্যায় মধুর লাগিতেছে? আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উদ্যানপথ, বৃক্ষ, লতা গুল্ম, সেবকগণ আসনে উপবিষ্ট ভক্তগণ, সকলে যেন এক জিনিষের তৈয়ারী বোধ হইতেছে। যে জিনিসে নির্ম্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও বোধ হইতেছে, সেই জিনিসের হইবেন। যেন একটী মোমের বাগান, গাছপালা, ফল পাতা, সব মোমের; বাগানের পথ, বাগানের মালী, বাগানের নিবাসীগণ, বাগান মধ্যস্থিত গৃহ, সমস্তই মোমের। এখানকার সমস্ত যেন আনন্দ দিয়ে গড়া।

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ, মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে ঈশান, হৃদয় ও হাজরা। এঁরা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন। বলরাম, রাখাল, এঁরা তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে। এই সময়ে নূতন ভক্তেরা আসেন যান; নারাণ, পলটু, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ। বাবুরাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। রাম, সুরেশ, কেদার ও দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন—কেহ কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ দুই সপ্তাহের পর। লাটু থাকেন। যোগিনের বাড়ী নিকট, তিনি প্রায় প্রত্যহ যাতায়াত করেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দের হাট। নরেন্দ্র তাঁহার সেই দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নামগুণ গান করিতেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইত। একটী যেন উৎসব পড়িয়া যাইত। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা, ছেলেদের মধ্যে কেহ তাঁর কাছে রাত্রি দিন থাকেন, কেন না, তারা সংসারে বিবাহদিসূত্রে বা বিষয় কর্ম্মে আবদ্ধ হয় নাই। বাবুরামকে থাকিতে বলেন, তিনি মাঝে মাঝে থাকেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন প্রায় আসেন।

[অব্যক্ত ও ব্যক্ত ; The Undifferentiated and the Differentiated]

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন। ভক্তেরা চেয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি)। সব রাম দেখ্‌ছি! তোমরা সব ব'সে আছ ; দেখ্‌ছি রামই সব এক একটী হ'য়েছেন।

মনোমোহন। রামই সব হ'য়েছেন ; তবে আপনি যেমন বলেন, 'আপো নারায়ণ', জলই নারায়ণ, কিন্তু কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ কিন্তু দেখ্‌ছি তিনিই সব। জীব জগৎ তিনি হ'য়েছেন।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ছোট খাট্‌টীতে বসিলেন।

[সত্যকথা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। হ্যাঁগা, সত্য কথা কইতে হবে ব'লে কি আমার শুচিবাই হলো নাকি! যদি হঠাৎ ব'লে ফেলি খাব না, তবে খিদে পেলেও আর খাবার যো নাই ; যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে, আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে ব'ল্‌তে হবে। একি হলো বাপু! এর কি কোন উপায় নাই ?

[সঞ্চয় ও সন্ন্যাসী।]

"আবার সঙ্গে ক'রে কিছু আন্‌বার যো নাই। পান, খাবার কোন জিনিস সঙ্গে ক'রে আন্‌বার যো নাই। তা হ'লে সঞ্চয় হলো কি না? হাতে মাটি নিয়ে আস্‌বার যো নাই!"

এই সময় একটী লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়, হৃদয় * যদুমল্লিকের বাগানে এসেছে, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। হৃদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি। তোমরা বোসো।

এই ব'লে কালো বার্ণিস করা চটী জুতাটী প'রে তিনি পূর্ব্বদিকের ফটক অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাষ্টার।

লাল সুরকীর উদ্যানপথ। সেই পথে ঠাকুর পূর্ব্বদিক হইয়া যাইতেছেন। পথে খাজাঞ্চী দাঁড়িয়েছিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দক্ষিণে উঠানের ফটক রহিল, সেখানে শ্মশ্রুবিশিষ্ট দৌবারিকগণ বসিয়াছিল। বামে কুঠী। †

* "হৃদয় মুখোপাধ্যায়, সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনেয়। ঠাকুরের জন্মভূমি ৺ কামার পুকুরের নিকট সিওড়ে বাড়ী। প্রায় বিংশতি বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাগানের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অসন্তোষ-ভাজন হওয়াতে তাঁহার বাগানে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না।

† কুঠী— বৈটকখানা ; আগে নীল কুঠী ছিল।

তৎপরে পথের দুই দিকে কুসুম বৃক্ষ—অদূরে পথের ঠিক দক্ষিণ দিকে গাজিতলা ও মা কালীর পুষ্করিণীর সোপানাবলি-শোভিত ঘাট। ক্রমে পূর্ব্বদ্বার, বামদিকে দ্বারবানদের ঘর ও দক্ষিণে তুলসী মঞ্চ। উদ্যানের বাহিরে আসিয়া দেখেন, যদুমল্লিকের বাগানের ফটকের কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সেবক সন্নিকটে।]

হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দর্শন মাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বলিলেন, হৃদয় আবার হাত জোড় করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

কি আশ্চর্য্য! ঠাকুর রামকৃষ্ণও কাঁদিতেছেন! চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল! তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই। একি! যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তাঁর জন্য ছুটে এসেছেন! আর কাঁদ্‌ছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন যে এলি?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)। তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে এলাম। আমার দুঃখ আর কার কাছে ব'ল্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনার্থ সহাস্যে)। সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে। সংসার ক'র্ত্তে গেলেই সুখ দুঃখ আছে। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এঁরা এক এক বার তাই আসে। এসে ঈশ্বরীয় কথা দুটো শুন্‌লে মনে শান্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোর কিসের দুঃখ?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)। আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই তো ব'লেছিলি, 'তোমার ভাব তোমাতে থাক্‌, আমার ভাব আমাতে থাক্!'

হৃদয়। হাঁ, তাতো ব'লেছিলাম—আমি কি জানি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ এখন তবে আয়, আর এক দিন তখন ব'সে কথা কহিব। আজ রবিবার অনেক লোক এসেছে, তারা ব'সে রয়েছে! এবার দেশে ধান টান কেমন হ'য়েছে?

হৃদয়। হাঁ, তা এক রকম মন্দ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ তবে আয়, আবার একদিন আসিস্।

হৃদয় আবার সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাষ্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমার সেবাও যত ক'রেছে, যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েছে। আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হ'য়ে গেছি—কিছু খেতে পারতুম না, তখন আমায় ব'ল্লে, "এই দেখ, আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পারো না!" আবার ব'ল্‌তো, "বোকা—আমি না থাক্‌লে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো!" এক দিন এ রকম ক'রে এত যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহ ত্যাগ ক'র্‌তে গিয়েছিলুম!

মাষ্টার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এমন লোকের জন্য ইনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছিলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। "আচ্ছা অত সেবা ক'র্ত্তো তবে কেন ওর এমন হলো? ছেলে যেমন মানুষ করে, সেই রকম আমাকে দেখেছে। আমি তো রাত দিন বেহুঁস হ'য়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধ'রে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যে রকম ক'রে আমায় রাখ্‌তো, সেই রকমই আমি থাক্‌তুম।" মাষ্টার কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। হয়ত ভাবিতেছিলেন যে, হৃদয় বুঝি নিষ্কাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া পঁহুছিলেন। ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর আবার ছোট খাট্‌টীতে উপবিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তসঙ্গে—নানাপ্রসঙ্গে।

[ভাব, মহাভাবের গূঢ়তত্ত্ব।]

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ ইত্যাদি ছাড়া কয়েটী কোন্নগরের ভক্ত এসেছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে কিয়ৎকাল বিচার ক'রেছিলেন।

কোন্নগরের ভক্ত। মহাশয়! শুন্‌লাম যে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয়। কেন হয়, আর কি রূপে হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতীর মহাভাব হ'তো; সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বোল্‌তো, 'কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ ছুঁস্‌নি—এঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস ক'র্‌ছেন।'

"ঈশ্বর অনুভব না হ'লে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে

মাছ এলে জলটা নড়ে—তেমন মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে। তাই ভাবে—'হাসে কাঁদে, নাচে গায়।'

"অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে ব'সে কেবল মুখ দেখ্‌লে লোকে পাগল মনে করবে।

কোন্নগরের ভক্ত। শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তাহ'লে আমাদের দেখিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি করবে? তাঁর নাম করতে ক'র্‌তে কখনও ধারা পড়ে, কখন পড়ে না। তাঁর ধ্যান ক'র্‌তে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার এক দিন কিছুই হ'লো না।

[কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বর দর্শন।]

"কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার পুকুর * দেখ্‌লুম। দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্চে, আর জল হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না—কর্ম্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান জপ এই সব কর্ম্ম, তাঁর নামগুণকীর্ত্তনও কর্ম্ম-দান, যজ্ঞ এই সব ও কর্ম্ম।

"মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাৎতে হয়। তার পর নির্জ্জনে রাখ্‌তে হয়। তার পর দই ব'স্‌লে পরিশ্রম করে মন্থন ক'র্‌তে হয়। তবে মাখম তোলা হয়।

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হ্যাঁ, কর্ম্ম চাই বই কি! অনেক খাট্‌তে হয়, তবে লাভ হয়। পড়্‌তেই কত হয়! অনন্ত শাস্ত্র!

[আগে বিদ্যা (জ্ঞান বিচার) না আগে ঈশ্বর লাভ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। শাস্ত্র কত প'ড়্‌বে? শুধু বিচার ক'র্‌লে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস্ ক'রে, কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দেবেন।

"বই পড়ে কি জান্‌বে? যতক্ষণ না হাটে পঁহুছান যায় ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পঁহুছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে, শুনতে পাবে। 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে।

---

*হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাড়ী। সেই বাড়ীর সম্মুখে হালদারপুকুর একটী দিঘী বিশেষ।

"সমুদ্র দূর হ'তে হো হো শব্দ করছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্চে, পাখী উড়্‌ছে, ঢেউ হ'চ্চে দেখ্‌তে পাবে।

"বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স (Science) সব খড়্‌কুটো বোধ হয়।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক খানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জান্‌বার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না—কোম্পানির কাগজের খবর কি দেবে!

"কিন্তু যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক,—তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কোম্পানির কাগজ, তিনিই ব'লে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর, দ্বারবান্ সব সেলাম ক'র্‌বে। (সকলের হাস্য)। *

[কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বরলাভ]

একজন ভক্ত। এখন বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম্ম চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাক্‌লে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর 'দেখা দাও' ব'লে। ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো। কামিনী কাঞ্চনের জন্য পাগল হ'য়ে বেড়াতে পারো; তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক, যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হ'য়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডেকো।

"শুধু, 'তিনি আছেন' ব'লে ব'সে থাক্‌লে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাক্‌লে কি মাছ পাওয়া যায়? চারা করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে, আর জল নড়্‌বে। তখন আনন্দ হবে। হয় তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল—মাছটা ধপাঙ্‌ ক'রে উঠ্‌লো। যখন দেখা গেল, তখন আরো আনন্দ।

"দুধকে দই পেতে মন্থন ক'র্‌লে তবে তো মাখম পাবে।

(মহিমাচরণের প্রতি)। এ তো ভাল বালাই হ'লো! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে ব'সে থাক্‌বেন। মাখম তুলে মুখের কাছে ধরো!

(সকলের হাস্য)।

---

* "Seek ye first the Kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you.

"ভাল বালাই—মাছ ধ'রে হাতে দাও!

"একজন রাজাকে দেখ্‌তে চায়। রাজা আছেন সাত দেউড়ীর পরে। প্রথম দেউড়ী পার না হ'তে হ'তে বলে, 'রাজা কই? যেমন আছে, এক একটা দেউড়ী তো পার হতে হবে!

[ঈশ্বরলাভের উপায়—ব্যাকুলতা]

মহিমাচরণ। কি কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর সব নির্ভর। তবে ব্যাকুল হ'য়ে কিছু কর্ম্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাক্‌লে তাঁর কৃপা হয়।

"একটা সুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরু লাভ; হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে; হয় তো স্ত্রীটী বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্ম্মিক; কি বিবাহ আদপেই হ'ল না, সংসারে বদ্ধ হ'তে হ'ল না;—এই সব যোগাযোগ হ'লে হ'য়ে যায়।

"একজনের বাড়ীতে ভারি অসুখ—যায় যায়। কেউ ব'ল্লে, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়্‌বে সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাক্‌বে, আর একটা সাপ ব্যাঙকে তেড়ে যাবে, ব্যাঙ্‌কে ছোবল মারবার সময় ব্যাঙটা যাই লাফ দিয়ে পালাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে; সেই বিষের ঔষধ তৈয়ার ক'রে যদি খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে। তখন যার বাড়ীতে অসুখ, সেই লোক দিন ক্ষণ নক্ষত্র দেখে বাড়ী থেকে বেরুলো, আর ব্যাকুল হ'য়ে ঐ সব খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক্‌ছে, 'ঠাকুর! তুমি যদি জোট্‌ পাট্‌ ক'রে দাও, তবেই হয়!' এইরূপে যেতে যেতে সত্য সত্যই দেখ্‌তে পেলে, একটা মড়ার খুলি পড়ে র'য়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক পস্‌লা বৃষ্টিও হ'ল। তখন সে ব্যক্তি ব'ল্‌ছে, 'হে গুরুদেব! মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, আবার স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টিও হ'ল, সেই বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে প'ড়েছে, এখন কৃপা ক'রে আর কয়টীর যোগাযোগ ক'রে দাও ঠাকুর!' ব্যাকুল হ'য়ে ভাব্‌ছে। এমন সময়ে দেখে, একটা বিষধর সাপ আস্‌ছে। তখন সে লোকটীর ভারি আহ্লাদ হ'ল; আর সে এতো ব্যাকুল হ'লো যে, বুক দুড়্‌ দুড়্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো; আর সে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'হে গুরুদেব! এ বার সাপও এসেছে, অনেকগুলির যোগাযোগ ও হ'ল!' কৃপা ক'রে এখন আর যে গুলি বাকী আছে, সে গুলি করিয়ে দাও! ব'ল্‌তে

ব'ল্‌তে ব্যাঙও এলো, সাপটা ব্যাঙ তাড়া ক'রে যেতেও লাগ্‌লো, মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে যাই ছোবল দিতে যাবে, অমনি ব্যাঙ্‌টা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে প'ড়লো, আর বিষ অমনি খুলির ভিতর প'ড়ে গেল। তখন লোকটা আনন্দে হাত তালি দিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লো।

"তাই বলছি, ব্যাকুলতা থাক্‌লে সব হ'য়ে যায়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সন্ন্যাসাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম]।

ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ, ঠিক সন্ন্যাসী কে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মন থেকে সব ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাধু সঞ্চয় ক'র্‌তে পারে না। সঞ্চয় না করে পঞ্ছী আউর দরবেশ।' পাখী আর সাধু সঞ্চয় করে না। এখানকার ভাব—হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে পারি না। বেটুয়াটা ক'রে পান আনবার যো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্চে, তখন এখান থেকে কাশী চ'লে যাবো মৎলব হ'ল। ভাব্‌লুম, 'কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন ক'রে লব ?' আর কাশী যাওয়া হ'ল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ, অও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্ম্মও রাখ।

মহিমা। 'এ ও' কি আর থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা টাকাই মাটি' এই বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হ'ল। ভাব্‌লুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হ'লুম! মা লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট্‌ বন্ধ ক'রে দেন, তা হ'লে কি হবে! তখন হাজরার মত পাটয়ারি ক'র্‌লুন। ব'ল্লুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো! এক জন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্লেন, তুমি বর লও। সে ব'লে, মা! যদি বর দিবে, তবে এই কর, যেন আমি নাতির সঙ্গে সোণার থালে ভাত খাই। এক বরেতে নাতি, ঐশ্বর্য্য, সোণার থাল সব হ'ল (সকলের হাস্য)।

"মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হ'লে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনিই বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হ'তে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হ'লেই

বদ্ধ—নিক্তির নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হয় কখন? যখন নিক্তির বাটীতে কামিনী-কাঞ্চনের ভার পড়ে।

"ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে কেন কাঁদে? 'গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম।' ভূমিষ্ঠ হ'য়ে এই বলে কাঁদে—'কাঁহা এ কাঁহা এ' এ কোথায় এলুম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা ক'র্‌ছিলাম; এ আবার কোথায় এলুম।

"তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ—সংসার অনাসক্ত হ'য়ে কর।

[সংসার ত্যাগ]

মহিমা। তাঁর উপর মন গেলে আর কি সংসার থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি? সংসারে থাক্‌বে না তো কোথায় যাবে? আমি দেখ্‌ছি, যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা।

"রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ কর্‌বার পর ব'ল্লেন, আমি সংসার ত্যাগ ক'র্‌বো। দশরথ তাঁকে বুঝাবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখ্‌লেন, রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন ব'ল্লেন, 'রাম! আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তার পর সংসার ত্যাগ করো। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া, তা যদি হয়, তুমি ত্যাগ কর। রাম দেখ্‌লেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হ'য়েছেন। তাঁর সত্তাতে সমস্ত সত্তাবান। তখন রামচন্দ্র চুপ ক'রে রহিলেন।

"সংসারে কাম ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হ'লেই সুবিধা। গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল - খাওয়া মেলে—ধর্ম্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ—সাত জায়গায় অন্নের জন্য ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। এই গৃহে, কেল্লার ভিতর থেকে যেন যুদ্ধ করা।

"আর সংসারে থাকো, ঝড়ের এঁটো পাত হ'য়ে। ঝড়ের এঁটোপাতাকে কখনও ঘরের ভিতর নিয়ে যায়; কখনও আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যে দিকে যায়, পাতাও সেই দিকে যায়। কখন ভাল যায়গায়, কখন মন্দ যায়গায়! তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, ভাল, এখন সেইখানেই থাক—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল যায়গায় নিয়ে ফেল্‌বেন, তখন যা হয় হবে।

[সংসার ও আত্মসমর্পণ (Resignation) রামের ইচ্ছা।]

"সংসারে রেখেছেন, তা কি ক'র্‌বে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর—তাঁকে আত্মসমর্পণ—তা হ'লে আর কোন গোল থাক্‌বে না। তখন দেখ্‌বে, তিনিই সব ক'র্‌ছেন। সবই 'রামের ইচ্ছা'।

একজন ভক্ত। 'রামের ইচ্ছা' গল্পটী কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোন এক গ্রামে একটী তাঁতী থাকে। বড় ধার্ম্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে, আর ভাল বাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলে, 'রামের ইচ্ছা, সুতার দাম ১৲ টাকা, রামের ইচ্ছা মেহন্নতের দাম।০ আনা, রামের ইচ্ছা মুনফা ৵০ আনা, কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা ১৶০। লোকের এত বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটী ভারি ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করে। একদিন অনেক রাত হ'য়েছে, লোকটীর ঘুম হ'চ্চে না, ব'সে আছে, এক একবার তামাক খাচ্চে, এমন সময়ে সেই পথ দিয়ে এক দল ডাকাত ডাকাতি ক'র্‌তে যাচ্চে। তাদের একজন মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে এসে ব'ল্লে, 'আয় আমাদের সঙ্গে'—এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চ'ল্‌লো। তার পর একজন গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে ডাকাতি ক'র্‌লে! কতকগুলা জিনিস তাঁতীর মাথায় দিলে। এমন সময়ে পুলিস এসে প'ড়্‌ল। ডাকাতেরা পালাল, কেবল তাঁতীটী, মাথায় মোট, ধরা প'ড়্‌ল। সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হ'ল। তারপর দিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে বিচার। কিন্তু গ্রামের লোক জান্‌তে পেরে সব এসে উপস্থিত। তারা সকলে ব'ল্লে, হুজুর! এ লোক কখনও ডাকাতি ক'র্‌তে পারে না। সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, 'কিগো, তুমি কি হ'য়েছে বল ?"

"তাঁতী ব'ল্লে, হুজুর! রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তার পর রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হ'ল। আমি, রামের ইচ্ছা, ভগবানের চিন্তা ক'রছিলাম আর তাঁর নাম গান ক'রছিলাম। এমন সময়ে রামের ইচ্ছা, এক দল ডাকতে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা, তারা আমায় ধ'রে টেনে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করে। রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিল। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিস এসে প'ড়্‌ল। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়্‌লুম। তখন রামের ইচ্ছা, পুলিসের লোকেরা হাজতে দিল। আজ সকালে রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এনেছে।

"অমন ধার্ম্মিক লোক দেখে, সাহেব তাঁতীটীকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন, তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের ব'ল্লেক, রামের ইচ্ছা, আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

"সংসার করা, সন্ন্যাস করা সবই রামের ইচ্ছা।" তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ কর।

"তা না হ'লে আর কিই বা ক'র্‌বে?

"একজন কেরাণী জেলে গিছিল। জেল খাটা শেষ হ'লে, সে জেল থেকে বেরিয়ে এল। এখন জেল থেকে এসে, সে কেবল ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বে? না—সে কেরাণীগিরিই ক'র্‌বে?

"সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে ক'র্‌লে অনায়াসে সংসারে থাকৃতে পারে। যার জ্ঞান লাভ হ'য়েছে, তার এখান সেখান নাই। তার সব সমান। যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে।

[কেশব সেন, সংসার ও জীবন্মুক্তি।]

যখন কেশবসেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, ব'লেছিলাম—'এরই ন্যাজ খসেছে'। সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো। কেশব ব'ল্লে 'তোমারা হেসো না, এর কিছু মানে আছে,এঁকে জিজ্ঞাসা করি'। আমি ব'ল্লাম, যত দিন বেঙাচির ন্যাজ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ড্যাঙ্গায় বেড়াতে পারে না। যেই ন্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ড্যাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ড্যাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ন্যাজ না খসে, তত দিন সংসার-জলে পড়ে থাকে অবিদ্যার ন্যাজ খস্‌লে—জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারেও থাকৃতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থাশ্রম কথা প্রসঙ্গে।

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতে-ছেন—কিন্তু কোঁচড় পরিপূর্ণ হ'য়েছে, এত ভার বোধ হচ্চে যে, উঠা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার,আর ধারণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত,যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যত রকম সমস্যা উদয় হ'য়েছে—সব সমস্যা পূরণ হইতেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অবাক্ হ'য়েছেন। দয়ানন্দ, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যখন দর্শন করেন ও যখন

তাঁহার সমাধি অবস্থা দেখিলেন, তখন আক্ষেপ ক'রেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা এত বেদ-বেদান্ত কেবল প'ড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তাহার ফল দেখিতেছি। এঁকে দেখে প্রমাণ হ'ল যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, আর এরূপ মহাপুরুষরা মাখনটা সমস্ত পান। আবার ইংরাজি পড়া কেশবচন্দ্র সেনাদি পণ্ডিতরাও ঠাকুরকে দেখিয়া অবাক্ হ'য়েছেন—কি আশ্চর্য্য! নিরক্ষর ব্যক্তি এ সব কথা কিরূপে ব'ল্‌ছেন। এ যে ঠিক যীশুখ্রীষ্টের মত কথা! গ্রাম্যভাষা! সেই গল্প ক'রে ক'রে বুঝানো—যাতে পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে, সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যীশু, 'Father (পিতা) Father (পিতা)' ক'রে পাগল হ'য়েছিলেন, ইনি মা মা ক'রে পাগল। শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নহে—ঈশ্বর প্রেম 'কলসে কলসে ঢালে, তবু না ফুরায়।' ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ইহাঁরও জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাই কথাগুলির এত জোর। সংসারী লোক ব'ল্লে তো এত জোর হয় না; কেন না, তারা ত্যাগী নয়, তাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস কই? কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন,—এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন ক'রে হ'ল! কি আশ্চর্য্য! কোন রূপ বিদ্বেষ ভাব নাই! সব ধর্ম্মাবলম্বীদের আদর করেন—কাহারও সহিত ঝগড়া নাই। আজ মহিমাচরণের সহিত ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কোন ভক্ত ভাব্‌ছেন 'ঠাকুর তো সংসার ত্যাগ ক'র্‌তে বল্লেন না—বরং ব'ল্‌ছেন, সংসার কেল্লা স্বরূপ, এই কেল্লায় থেকে কাম ক্রোধ ইত্যাদির সহিত যুদ্ধ করিতে পারা যায়। আবার ব'ল্‌ছেন, সংসারে থাক্‌বে না তো কোথায় যাবে? কেরাণী জেল থেকে বেরিয়ে এসে কেরাণীর কাজই করে। অতএব এক রকম বলা হ'লো, জীবন্মুক্ত সংসারেও থাক্‌তে পারে। আদর্শ দিলেন—কেশব সেন। তাকে ব'লেছিলেন, 'তোমারই ন্যাজ খসেছে—আর কা'র হয় নাই।' কিন্তু একটা কথা আছে, ঠাকুর কেবল ব'ল্‌ছেন, 'মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থাক্‌তে হবে। চারা গাছে বেড়া দিতে হবে—নচেৎ ছাগল্ গরুতে খেয়ে ফেল্‌বে। গাছের গুঁড়ী হয়ে গেলে, চারদিকের বেড়া ভেঙ্গে দাও, আর না দাও; এমন কি, হাতী বেঁধে দিলেও, গাছের কিছু হবে না। নির্জ্জনে থেকে থেকে জ্ঞান লাভ ক'রে—ঈশ্বরে ভক্তি লাভ ক'রে, সংসারে এসে থাক্‌লে কিছু ভয় নাই। তাই, নির্জ্জনবাস কথাটি কেবল ব'ল্‌ছেন।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর দু-একটী

সংসারী ভক্তের কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের কথার পরই বলিলেন,—

[নির্লিপ্ত সংসারী ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণাদির প্রতি)। আবার সেজো বাবুর * সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখ্‌তে গি'ছ্‌লাম। সেজো বাবুকে ব'ল্লুম, 'আমি শুনেছি, দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে, আমার তাকে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়।' সেজো বাবু ব'ল্লে, 'আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব; আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে প'ড়্‌তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে।' সেজো বাবুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। দেখে দেবেন্দ্র ব'ল্লে, তোমার একটু বদ্‌লেছে—তোমার ভুঁড়ি হয়েছে।' সেজো বাবু আমার কথা ব'ল্লে 'ইনি তোমায় দেখ্‌তে এসেছেন— ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে পাগল।' আমি লক্ষণ দেখ্‌বার জন্য দেবেন্দ্রকে ব'ল্লুম, 'দেখি গা তোমার গা।' দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুল্‌লে, দেখ্‌লাম—গৌরবর্ণ, তার উপর সিন্দূর ছড়ান! তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।

"প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? অত ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম। আমি অভিমান দেখে সেজো বাবুকে ব'ল্লুম, 'আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে, তার কি 'আমি পণ্ডিত', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি ধনী', ব'লে অভিমান থাক্‌তে পারে?'

"দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটী হ'ল। সেই অবস্থাটী হ'লে কে কিরূপ লোক দেখ্‌তে পাই। আমার ভিতর থেকে হী হী ক'রে একটা হাসি উঠ্‌ল। যখন ঐ অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়। যদি দেখি, পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য নাই, তখন খড় কুটোর মত বোধ হয়, তখন দেখি, যেন শকুনি খুব উচুতে উঠ্‌ছে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।

[যোগ ও ভোগ।]

"দেখ্‌লাম, যোগ ভোগ দুইই আছে—অনেক ছেলে পুলে, ছোট ছোট, ডাক্তার এসেছে—তবেই হ'লো, অত জ্ঞানী হ'য়ে সংসার নিয়ে সর্ব্বদা থাক্‌তে হয়। ব'ল্লুম, 'তুমি কলির জনক। জনক এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়ে ছিল দুধের বাটী।' তুমি, সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে, তোমায় দেখ্‌তে এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।'

* সেজো বাবু—রাণী রাসমণির জামাতা, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস। পরমহংসদেবকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন ও পিতার ন্যায় সেবা করিতেন।

"তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। ব'ল্লে, এই জগৎ যেন একটী ঝাড়ের মত, আর জীব হ'য়েছে—এক একটা ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান ক'র্‌তুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম! দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলন দেখে ভাব্‌লুম তবে তো খুব বড় লোক।' ব্যাখ্যা ক'রতে ব'ল্লুম—তা ব'ল্লে এ জগৎ কে জান্‌তো?—ঈশ্বর মানুষ ক'রেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ কর্‌বার জন্ম। ঝাড়ের আলো না থাক্‌লে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্য্যন্ত দেখা যায় না।'

[অসভ্যতা ও ব্রাহ্ম-সমাজ]

"অনেক কথাবার্ত্তার পর দেবেন্দ্র খুসী হ'য়ে ব'ল্লে, 'আপনাকে উৎসবে আস্‌তে হবে।' আমি ব'ল্লাম, ঈশ্বরের ইচ্ছা—আমার তো এই অবস্থা দেখ্‌ছো—কখন কি ভাবে তিনি রাখেন।' দেবেন্দ্র ব'ল্লে 'না আস্‌তে হবে, তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু ব'ল্লে, আমার কষ্ট হবে।' আমি ব'ল্লাম, 'তা প্রারবো না, আমি বাবু হ'তে পার্‌বো না' দেবেন্দ্র, সেজো বাবু, সব হাঁস্‌তে লাগলো।

"তার পরদিনই সেজো বাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠী এলো—আমাকে উৎসব দেখ্‌তে যেতে বারণ ক'রেছে, বলে—অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়নি থাক্‌বে না।

[নির্লিপ্ত গৃহস্থ ও কাপ্তেন।*]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমাচরণের প্রতি) আর একটী আছে—কাপ্তেন। সংসারী বটে, কিন্তু ভারি ভক্ত। তুমি আলাপ ক'রো।

"কাপ্তেনের বেদ বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম, এ সব কণ্ঠস্থ। তুমি আলাপ ক'রে দেখো।

"খুব ভক্তি। আমি বরাহনগরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে!

"ওর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কত যত্ন—বাতাস করে—পা টিপে দেয়—আর নানান তরকারি ক'রে খাওয়ায়। আমি একদিন ওর বাড়ীতে পাইখানায় বেহঁস হ'য়ে গেছি। ও'তো অত আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক ক'রে বসিয়ে দেয়। অত আচারী ঘৃণা ক'র্‌লে না।

"কাপ্তেনের অনেক খরচ। কাশীতে ভায়েরা থাকে, তাদের দিতে হয়। মাগ আগে কৃপণ ছিল, এখন এত বিব্রত হ'য়েছে যে, সব রকম খরচ করতে পারে না।

"ওর পরিবার আমায় ব'ল্লে যে, সংসার কাপ্তেনের ভাল লাগে না। তাই মাঝে ব'লেছিল, সংসার ছেড়ে দেবো। মাঝে মাঝে ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো ক'র্‌তো।

"ওদের বংশই ভক্ত। ওর বাপ লড়ায়ে যেতো। শুনেছি লড়ায়ের সময় এক হাতে শিব পূজা, এক হাতে তরবার খোলা, যুদ্ধ ক'র্‌তো।

"লোকটা ভারি আচারী। আমি কেশব সেনের কাছে যেতুম, তাই এখানে একমাস আসে নাই। বলে কেশব সেন ভ্রষ্টাচার—ইংরাজের সঙ্গে খায়, মেয়ে ভিন্ন জাতে বিয়ে দিয়েছে, জাত নাই। আমি ব'ল্লুম, 'আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখ্‌তে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুনতে যাই—আমি কুল্‌টা খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?' তবুও আমায় ছাড়ে না; বলে তুমি কেশব সেনের ওখানে কেন যাও? তখন আমি ব'ল্লুম, একটু বিরক্ত হ'য়ে, 'আমি তো টাকার জন্য যাই না—আমি হরিনাম শুন্‌তে যাই—আর তুমি লাট সাহেবের বাড়ীতে যাও কেমন করে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন ক'রে? এই সব বলার পর তবে একটু থামে।'

"কিন্তু খুব ভক্তি। যখন পূজা করে, কর্পূরের আরতি করে, আর পূজা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আসনে বসে স্তব করে, তখন আর একটা মানুষ। যেন তন্ময় হয়ে যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেদান্তবিচারে।

[মায়াবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত সব মিথ্যা। পরমাত্মা, তিনি সাক্ষীস্বরূপ—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত, তিন অবস্থারই সাক্ষীস্বরূপ। এ সব, তোমার ভাবের কথা। স্বপ্নও যত সত্য জাগরণও সেইরূপ সত্য। একটা গল্প বলি শুনো। তোমার ভাবের—

"এক দেশে একটী চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী! চাষ বাস করে—পরিবার আছে, একটী ছেলেও অনেকদিন পরে হ'য়েছে; নাম—হারু। ছেলেটীর উপর বাপ মা দুজনেরই ভালবাসা; কেন না, সবে ধন নীলমণি। চাষাটা ধার্ম্মিক,

---

* কাপ্তেন—শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপাল নিবাসী। নেপালের রাজার উকিল (Resident) কলিকাতায় থাকিতেন। অতি সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও পরম ভক্ত।

গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ ক'র্‌ছে, এমন সময় একজন এসে খপর দিলে হারুর কলেরা হ'য়েছে। চাষাটী বাড়ী গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু ছেলেটী মারা গেল। বাড়ীর সকলে শোকে কাতর হ'লো কিন্তু চাষাটীর যেন কিছুই হয় নাই। উল্‌টে আবার সকলকে বুঝায় যে, শোক ক'রে কি হবে? তার পর দিন আবার চাষ বাস ক'র্‌তে গেল। বাড়ী ফিরে এসে আবার দেখে, পরিবার আরো সব কাঁদ্‌ছে। পরিবার আবার ব'ল্লে 'তুমি নিষ্ঠুর—ছেলেটার জন্য একবার কাঁদ্‌লেও না? চাষা তখন স্থির হয়ে ব'ল্লে, কেন কাঁদ্‌ছি না বল্‌বো? আমি কাল একটা ভারি স্বপ্ন দেখেছি। দেখ্‌লাম যে, আমি রাজা হ'য়েছি আর ৮ ছেলের বাপ হয়েছি—আর খুব সুখে আছি। তার পর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি—আমার সেই ৮ ছেলের জন্য শোক ক'র্‌বো না তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক ক'র্‌বো?

"চাষা জ্ঞানী, তাই দেখ্‌ছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা, এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।

"আমি সবই লই। আমি তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাই লই। আমি ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।

একজন ভক্ত। ওজনে কেন কম পড়ে? (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্ম - জীবজগৎ বিশিষ্ট। প্রথম নেতি নেতি কর্‌বার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। অহং বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব বোধ হয়—তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন।

"বেলের সার ব'ল্‌তে গেলে সাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেল্‌টা কত ওজনে ছিল ব'ল্‌তে গেলে শুধু সাঁস ওজন করলে হবে না। ওজন কর্‌বার সময় সাঁস, বীচি, খোলা, সব নিতে হবে। যারই সাঁস, তারই বীচি তারই খোলা। যাঁহারই নিত্য, তাঁরই লীলা।

"তাই আমি নিত্য লীলা সবই নিই। মায়া ব'লে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তা হ'লে যে, ওজনে কম পড়্‌বে।

[মায়াবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাদি; জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।]

মহিমাচরণ। এ বেশ সামঞ্জস্য—নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ, ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক্ ছিড়িক্ ক'রে। এক একটা গরু আছে—বেছে বেছে খায় তাই ছিড়িক্ ছিড়িক্ দুধ দেয়। যারা অতো বাছে না সব খায়, তারা হুড়্ হুড়্ ক'রে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত—নিত্য লীলা দুই লয়; তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ ক'র্‌তে পায়। উত্তম ভক্ত * হুড়্ হুড় ক'রে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণ। তবে দুধে একটু গন্ধ হয়। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তা হ'লে আর গন্ধটা থাক্‌বে না।

[ওঁকার ও নিত্যলীলাযোগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল 'অকার উকার মকার।'

মহিমাচরণ। অকার, উকার, মকার—কিনা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম্। লীলা থেকে নিত্যে লয়—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজ্‌লো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিষ পড়্‌লো, আর ঢেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়্‌লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয়, হ'ল। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা আবার লীলা ধ'রে ধ'রে নিত্য। † আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে, চিৎসমুদ্র-অন্ত নাই, তাই থেকে এই সব লীলা উঠ্‌লো আবার ঐতেই লয় হ'য়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয়; তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।

---

* উত্তম ভক্ত—যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

† নিত্য ধ'রে লীলা &c—From the Absolute to the Relative, from the Infinite to the Finite—from the Undifferentiated to the Differentiated—from the Unconditioned to the Conditioned; and again from the Relative to the Absolute &c. &c.

মহিমাচরণ। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই। তাঁরা নিজের ভাবেই বিভোর, তাঁরা লিখ্‌বেন কখন! লিখ্‌তে গেলেই একটু হিসাবী বুদ্ধি দরকার। তাঁদের কাছে শুনে অন্য লোকে লিখেছে।

[সংসারাসক্তি ও ব্রহ্মানন্দ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়।* যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা হ'লে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ মান সম্ভ্রমের জন্য আর মন দৌড়ায় না।

"বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তা হ'লে আর অন্ধকারে যায় না

"রাবণকে ব'লেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানারূপ ক'রছো, একবার রামরূপ ধ'রে সীতার কাছে যাও না কেন। রাবণ ব'ল্লে. "তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ—যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কি ধ'রবো?"

[সাধন ও সিদ্ধি।]

"তাই জন্যই সাধন ভজন। তাঁকে চিন্তা যত ক'র্‌বে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি ক'ম্‌বে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম প'ড়ে আস্‌বে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর ক'ম্‌বে, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে পশুভাব চলে যাবে, দেব ভাব আস্‌বে, সংসারে একবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাকো' জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে ছিল।

[জ্ঞানী ও ভক্তের গূঢ় রহস্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার করো, আর 'স্বপ্নবৎ' বল, তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে ঘুরে একটুখানি থাক্‌বেই, একটু মুষল ব্যানা বনে প'ড়েছিল, তাহাতেই 'মুষলং কুলনাশনং।'

"শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্ব্বদা যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেমভক্তি হয়, সে প্রেমভক্তি যাবার নয়। জ্ঞান-বিচারের পর এই প্রেমভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হুহু ক'রে বেড়ে যায়; যদুবংশ ধ্বংস ক'রেছিল মুষল, তারই মত।

* রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[হাজরা মহাশয়।*]

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের পূর্ব্ববারাণ্ডায় হাজরা মহাশয় বসিয়া জপ করেন। বয়স ৪৬।৪৭ হবে। ঠাকুরের দেশের লোক। অনেক দিন হইতে বৈরাগ্য হইয়াছে,—বাহিরে বাহিরে বেড়ান, কখন কখন বাড়ীতে গিয়া থাকেন। বাড়ীতে কিছু জমি টমি আছে, তাহাতেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির ভরণপোষণ হয়। তবে প্রায় হাজার টাকা দেনা আছে, তজ্জন্য হাজরা মহাশয় সর্ব্বদা চিন্তিত থাকেন ও কিসে শোধ যায়, সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। কলিকাতায় সর্ব্বদা যাতায়াত আছে. সেখানে ঠন্‌ঠনেবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন করেন ও সাধুর ন্যায় সেবা করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে যত্ন ক'রে রেখেছেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেওয়ান, সর্ব্বদা সংবাদ লন ও ঈশ্বরীয় কথা তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা হ'য়ে থাকে। হাজরা মহাশয় বড় তার্কিক, প্রায় কথা কহিতে কহিতে তর্কের তরঙ্গে ভেসে একদিকে চলে যেতেন। বারাণ্ডায় আসন ক'রে সর্ব্বদা জপের মালা লয়ে জপ ক'র্‌তেন।

হাজরা মহাশয়ের মা ঠাকুরাণীর অসুখ সংবাদ আসিয়াছে। রামলালকে দেশ থেকে আস্‌বার সময় তিনি হাতে ধ'রে অনেক ক'রে ব'লেছিলেন, 'খুড়ো মহাশয়কে ‡ আমার কাকুতি জানিয়ে বোলো. তিনি যেন প্রতাপকে ব'লে ক'য়ে দেশে পাঠিয়ে দেন; একবার যেন আমার সঙ্গে দেখা হয়।'

ঠাকুর তাই হাজরাকে ব'লেছিলেন, 'একবার বাড়ীতে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে এসো, তিনি রামলালকে অনেক ক'রে বলে দিয়েছেন, মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয়? একবার দেখা দিয়ে বরং চলে এসো।'

ভক্তের মজলিস্ ভাঙ্গিলে পর, মহিমাচরণ হাজরাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টারও আছেন।

[মাতৃসেবা ও রামকৃষ্ণ।]

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সহাস্যে)। মহাশয়! আপনার কাছে দরকার আছে। আপনি কেন হাজরাকে বাড়ী যেতে ব'লেছেন? ওর সংসারে আবার যেতে ইচ্ছা নাই।

---

* ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরের সন্নিকট মড়াগোড় গ্রামে ইহার জন্মভূমি। সম্প্রতি (১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে) স্বদেশে থাকিয়া ইহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে; মৃত্যুকালে ঠাকুরের প্রতি ইহার অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৩, ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

‡ রামলালের খুড়া মহাশয়—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওর মা রামলালের কাছে অনেক দুঃখ ক'রেছে; তাই ব'ল্লুম, তিন দিনের জন্য না হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো। মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বর সাধনা হয়? আমি বৃন্দাবনে র'য়ে যাচ্ছিলাম, তখন মাকে মনে পড়্‌লো, ভাব্‌লুম—মা যে কাঁদবে, তখন আবার সেজোবাবুর সঙ্গে এখানে চ'লে এলুম।

"আর সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?"

মহিমাচরণ (সহাস্যে)। মহাশয়, জ্ঞান হ'লে তো!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাজরার সবই হ'য়েছে, একটু সংসারে মন আছে—ছেলেরা র'য়েছে, কিছু টাকা ধার র'য়েছে। মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, একটু কসুরও আছে! (সকলের হাস্য)।

মহিমা। কোথায় জ্ঞান হ'য়েছে মহাশয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)। না—গো, তুমি জান না। সব্বাই বলে, হাজরা একটা লোক, রাসমণির ঠাকুর বাড়ীতে আছে। হাজরারই নাম করে, এখানকার নাম কেউ করে? (সকলের হাস্য)!

হাজরা। আপনি নিরুপম—আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝ্‌তে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন কাজ হয় না তা এখানকার নাম কেউ ক'র্‌বে কেন?

মহিমা। মহাশয়! ও কি জানে—আপনি যেরূপ উপদেশ দেবেন, ও তাই কর্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, তুমি ওকে বরং জিজ্ঞাসা কর, ও ব'লেছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনা দেনা নাই।'

মহিমা। ভারি তর্ক করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয় (সকলের হাস্য)। তর্ক যখন করে, হয় তো আমি গালাগাল দিয়ে বস্‌লুম। তর্কের পর মশারির ভিতর গিয়ে হয় তো শুয়েছি; আবার কি ব'লেছি মনে ক'রে বেরিয়ে এসে, হাজরাকে প্রণাম ক'রে যাই—তবে হয়।

[বেদান্ত ও শুদ্ধাত্মা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিনি অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য

ভাবি, তখন তাকে ঈশ্বর বলি। যেমন চুম্বুক-পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ্ নড়্ছে চুম্বক-পাথর চুপ করে আছে, নিষ্ক্রিয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[সেবকহৃদয়ে।]

মহিমাচরণ ও হাজরার সহিত কথোপকথনের পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ একাকী বিচরণ করিতেছেন—সন্ধ্যা আগত প্রায়। ভক্তদের মধ্যে অনেকে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকজন ছিলেন, তাঁহারা সমস্ত দিন মহাপুরুষের-সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, মনে কত ভাবের উদয় হইতেছে। একজন ভাবিতেছেন,—

"রামের ইচ্ছা"—এটী তো বেশ কথা। এতে তো Predestination আর Free will, Liberty আর Necessity এ সব ঝগড়া মিটে যাচ্চে। আমায় ডাকাতে ধ'রে নিলে 'রামের ইচ্ছায়'; আবার আমি তামাক খাচ্চি 'রামের ইচ্ছায়,' আমি ডাকাতি ক'র্‌ছি 'রামের ইচ্ছায়,' আমায় পুলিসে ধর্‌লে 'রামের ইচ্ছায়,' আমি সাধু হ'য়েছি 'রামের ইচ্ছায়,' আমি প্রার্থনা ক'র্‌ছি 'হে প্রভু' আমায় অসদ্বুদ্ধি দিও না—আমাকে দিয়ে ডাকাতি করিও না'—এও 'রামের ইচ্ছা'। তবে সৎ ইচ্ছা অসৎ ইচ্ছা তিনিই দিচ্চেন। তবে একটা কথা আছে, অসৎ ইচ্ছা তিনি কেন দেবেন—ডাকাতি কর্‌বার ইচ্ছা তিনি কেন দেবেন? তার উত্তর বোধ হয় এই—তিনি জানোয়ারের ভিতর যেমন বাঘ, সিংহ, সাপ ক'রেছেন, গাছের ভিতর যেমন বিষ গাছও করেছেন, সেইরূপ মানুষের ভিতর চোর ডাকাতও ক'রেছেন। কেন ক'রেছেন, তা কে ব'ল্‌বে? ঈশ্বরকে কে বুঝ্‌বে?

"কিন্তু তিনি যদি সব ক'রেছেন, তা হ'লে Sense of responsibility তো যায়! তা কেন যাবে? ঈশ্বরকে না জান্‌লে, তাঁকে না দর্শন হ'লে 'রামের ইচ্ছা' ইটি ষোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না ক'র্‌লে এক প্রকার বোধ হবে; আবার ভুল হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পূর্ণবিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পাপ পুণ্য বোধ, Sense of responsibility বোধ থাক্‌বেই থাক্‌বে। ঠাকুর যা বুঝালেন 'রামের ইচ্ছা'। তোতা পাখীর মত মুখে ব'লে 'রামের ইচ্ছা' হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয়, যতক্ষণ তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা এক না হয়, যতক্ষণ না আমি যন্ত্র ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি

পাপ পুণ্য বোধ রেখে দেন, সুখ দুঃখ বোধ রেখে দেন' শুচি অশুচি বোধ রেখে দেন, ভাল মন্দ বোধ রেখে দেন, Sense of responsibility ইত্যাদি রেখে দেন। তা না হ'লে, তাঁর মায়ার সংসার কেমন ক'রে চল্‌বে?

আর একটী কথা আজকের মনে প'ড়্‌ছে। ঠাকুরের ভক্তির কথা যত ভাবিতেছি, ততই অবাক্ হইতেছি। কেশব সেন হরিনাম করেন, ঈশ্বর চিন্তা করেন, অমনি তাঁকে দেখ্‌তে ছুটেছেন—অমনি কেশব আপনার লোক হ'লেন, তখন কাপ্তেনের কথা আর শুন্‌লেন না—তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, সাহেবদের সঙ্গে খেয়েছেন, কন্যাকে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিয়েছেন, এ সব কথা ভেসে গেল। "ফুলটী খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?" ভক্তিসূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এক হয়; চার বর্ণ এক হয়। ভক্তিরই জয়। ধন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ, তোমারই জয়! তুমি সনাতন ধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত্তিমান্ করিলে। তাই বুঝি তোমার এ'তো আকর্ষণ! সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের তুমি পরমাত্মীয় নির্ব্বিশেষে আলিঙ্গন করিতেছ। তোমার এক কষ্টিপাথর ভক্তি। তুমি কেবল দ্যাখো—অন্তরে ঈশ্বরে ভালবাসা ও ভক্তি আছে কি না। যদি তা থাকে, অমনি সে তোমার পরম আত্মীয়। হিন্দুর যদি ভক্তি দ্যাখো,অমনি সে তোমার আত্মীয়—মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার আপনার লোক—খ্রীষ্টানের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরম আত্মীয়। তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিগ্দেশ হইতে আসিয়া এক সমুদ্র মধ্যে পতিত হইতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমুদ্র।

ইনি এই জগৎ স্বপ্নবৎ ব'ল্‌ছেন না। বলেন, "তা হ'লে ওজনে কম পড়ে।" মায়াবাদ নয়—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কেন না, জীবজগৎ অলীক ব'ল্‌ছেন না, মনের ভুল ব'ল্‌ছেন না! ঈশ্বর সত্য, আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য! জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম।

শুনিলাম, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে—মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে। আনন্দসিন্ধুনীরে অনন্ত-লীলালহরী! এ লীলার আদি কোথায়? অন্ত কোথায়? তাহা মুখে বলিবার যো নাই—মনে চিন্তা করিবার যো নাই! মানুষ কতটুকু—তার বুদ্ধিই বা কতটুকু! শুনিলাম, মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হ'য়ে সেই নিত্য পরম পুরুষকে দর্শন ক'রেছেন—নিত্য লীলাময় হরিকে

সাক্ষাৎকার ক'রেছেন। অবশ্য ক'রেছেন, কেন না ঠাকুর রামকৃষ্ণও বলিতেছেন—তবে এ চর্ম্ম চক্ষে নয়—বোধ হয় দিব্যচক্ষু যাহাকে বলে, তাহার দ্বারা। যে চক্ষু পাইয়া অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রেছিলেন, যে চক্ষুর দ্বারা ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন, যে দিব্যচক্ষুর দ্বারা ঈশা তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে অহরহ দর্শন করিতেন। সে চক্ষু কিসে হয়? ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, ব্যাকুলতার দ্বারা হয়। এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন ক'রে? সংসার কি ত্যাগ ক'র্‌তে হবে? কৈ, তাও তো আজ ব'ল্লেন না।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মাষ্টার একাকী বসিয়া আছেন ও কি চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও, সকলের জামা তো পরি না—কাপ্তেনকে বোল্‌বো মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।" মাষ্টার দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, 'যে আজ্ঞা।'

নবম পরিচ্ছেদ।

[সন্ধ্যা-সঙ্গীত ও ঈশান-সংবাদ।]

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিয়া, বীজ মন্ত্র জপিয়া, নামগান করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে অপূর্ব্ব শোভা। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। বিমল চন্দ্রকিরণে একদিকে ঠাকুরবাড়ী হাসিতেছে, আর একদিকে ভাগীরথীবক্ষ সুপ্ত শিশুর ন্যায় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে। জোয়ার পূর্ণ হইয়া আসিল। আরতির শব্দ গঙ্গার স্নিগ্ধোজ্জ্বলপ্রবাহসমুদ্ভূত কল কল নাদ সঙ্গে মিলিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছিল। ঠাকুরবাড়ীতে এককালে তিন মন্দিরে আরতি—কালীমন্দিরে, বিষ্ণু-মন্দিরে ও শিবমন্দিরে। দ্বাদশ শিবমন্দিরে—এক একটী করিয়া শিবলিঙ্গের আরতি। পুরোহিত শিবের এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইতেছেন; বাম হস্তে ঘণ্টা দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ, সঙ্গে পরিচারক—তাহার হস্তে কাঁসর। আরতি হইতেছে, তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে রোসনচৌকির সুমধুর নিনাদ শুনা যাইতেছে। সেখানে নহবৎখানা, সন্ধ্যাকালীন রাগরাগিণী বাজিতেছে। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব—যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, 'কেহ নিরানন্দ হইও না—ঐহিকের সুখ দুঃখ আছেই, থাকে থাকুক—জগদম্বা আছেন—আমাদের মা

আছেন—আনন্দ কর। দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পর্‌তে পায় না, বাড়ী নাই, ঘর নাই—তবু বুকে জোর আছে, তার যে মা আছে। মার কোলে নির্ভয়। পাতানো মা নয়, সত্যিকার মা। আমি কে, কোথা থেকে এলুম, আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব, সব মা জানেন। কে অত ভাবে! আমার মা জানেন—আমার মা, যিনি দেহ মন প্রাণ আত্মা দিয়ে আমায় গ'ড়েছেন। আমি জান্‌তেও চাই না। যদি জানবার দরকার হয়, তিনি জানিয়ে দেবেন। অত কে ভাবে! মায়ের ছেলেরা সব আনন্দ কর।'

বাহিরে কৌমুদীপ্লাবিত জগৎ হাসিতেছে—কক্ষমধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ হরিপ্রেমানন্দে বসিয়া আছেন। ঈশান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, আবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। ঈশানের ভারি বিশ্বাস। বলেন যে—একবার যিনি দুর্গা নাম ক'রে বাড়ী থেকে যাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গে শূলপাণি শূলহস্তে যান। আর বিপদে ভয়? শিব নিজে রক্ষা করেন।

[বিশ্বাস ও ঈশ্বরলাভ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। তোমার খুব বিশ্বাস—আমাদের কিন্তু অতো নাই। বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়।

[কর্ম্মযোগ ও ঈশান।]

"তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চারণ এই সব কর্ম্ম ক'র্‌ছ। তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই সব কর্ম্ম করিয়ে লন।

"ফলকামনা না ক'রে এই সব কর্ম্ম ক'রে যেতে পার্‌লে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।

[বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তি ; কর্ম্মত্যাগ কখন?]

"শাস্ত্রে অনেক কর্ম্ম ক'র্‌তে ব'লে গেছে—তাই ক'র্‌ছি ; এরূপ ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে। আর এক আছে, রাগভক্তি। সেটী অনুরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়—যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, তাহ'লে আর বৈধী কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণের ভক্তগৃহে আগমন ও তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র*, গিরীশ ঘোষ, বলরাম, চুণিলাল, লাটু নারায়ণ ইত্যাদি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ভক্তগৃহে—ভক্তসঙ্গে।]

ফাল্গুন কৃষ্ণাদশমী তিথি, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র। ২৯শে ফাল্গুন বুধবার, ইংরাজী ১১ই মার্চ্চ, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তগৃহে বসু বলরামের মন্দিরে আন্দাজ বেলা ১০টার সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে লাটু আদি ভক্ত।

ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন! যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন!

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ব'সে ব'সে কাঁদেন, নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন ব'লে ব্যাকুল। রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি না আসতে পায়, তা হ'লে মা আমায় সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়ী ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, বলরামের ৺জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন। যখন আসেন, অমনি বলরামকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠান, বলেন, 'যাও—নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো; পূর্ণ, ছোট নরেন, নারাণ এই সব ভক্তকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো। এদের খাওয়ালে

* নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ।

নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে। বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ। এইখানেই রথের সময় কীর্ত্তনানন্দ। এইখানেই কতবার 'প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা' হইয়াছে।

['পশ্যতি তব পন্থানং।']

মাষ্টার নিকটে একটী বিদ্যালয়ে পড়ান। শুনিয়াছেন, আজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিবেন। মাঝে অধ্যাপনার কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া বেলা দুপ্রহরের সময় ঐখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় সেই ঘরে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে থলী থেকে কিছু মস্‌লা বা কাবাব চিনি খাচ্চেন। অল্পবয়স্ক ভক্তেরা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। তুমি যে এখন এলে? স্কুল নাই?

মাষ্টার। স্কুল থেকে আস্‌ছি—এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই।

একজন ভক্ত। না মহাশয়! উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন। (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। হায়! কে যেন টেনে আন্‌লে!

ঠাকুর যেন একটু চিন্তিত হইলেন। পরে মাষ্টারকে কাছে বসাইয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন, 'আমার গাম্‌ছাটা নিংড়ে দাও তো গা, আর জামাটা শুকোতে দাও, আর আমার পাটা একটু কাম্‌ড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার?' মাষ্টার সেবা করিতে জানেন না, তাই ঠাকুর সেবা করিতে শিখাইতেছেন। মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া একে একে ঐ কাজগুলি করিতে লাগিলেন। তিনি পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঐশ্বর্য্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা ; ঠিক সন্ন্যাসী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাঁগা, এটা আমার ক'দিন ধ'রে হ'চ্চে কেন বল দেখি? ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই! একবার একটা বাটীতে হাত দি'ছিলুম—তা, হাতে শিঙ্গীমাছের কাঁটা ফোটামত হ'লো। হাত ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে ক'র্‌লুম, গাম্‌ছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুল্‌তে পারি কি না। যাই হাত দিয়েছি, অম্‌নি হাতটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্, খুব বেদনা! শেষে মাকে প্রার্থনা ক'র্‌লুম, 'মা, আর অমন কর্ম্ম ক'র্‌বো না, মা এবার মাপ কর।'

[ছোট নরেন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাঁগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা ক'চ্ছে, বাড়ীতে কি কিছু ব'ল্‌বে ? কিন্তু খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।

মাষ্টার। আর খোলটা বড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আবার বলে যে, ঈশ্বরীয় কথা একবার শুন্‌লে আমার মনে থাকে। বলে—ছেলেবেলায় আমি কাঁদ্‌তুম্‌—ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না ব'লে।

মাষ্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল। এমন সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'মাষ্টার মহাশয়! আপনি স্কুলে যাবেন না?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক'টা বেজেছে ?

একজন ভক্ত। একটা বাজ্‌তে দশ মিনিট।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তুমি এস, তোমার দেরী হ'চ্চে। একে কাজ ফেলে এসেছ। (লাটুর প্রতি) রাখাল কোথায় ?

লাটু। চ'লে গেছে—বাড়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার সঙ্গে না দেখা ক'রে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[অপরাহ্নে—ভক্তসঙ্গে।]

স্কুলের ছুটীর পর মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন—ঠাকুর, বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজ্‌লিস্‌ করিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি, সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাষ্টারকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ও তিনি প্রণাম করিলে ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনিবাবু ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, সে কি বলে।

[অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত, যা কিছু আমরা দেখি, শুনি—এ জিনিসটী কি এই ব্যক্তিটী—সব তাঁর অংশ, এ পর্য্যন্ত আমাদের বল্‌বার যো

নাই। Infinity (অনন্ত আকাশ) এক, তার আবার অংশ কি? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড়ই হউন—তিনি ইচ্ছা ক'র্‌লে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আস্‌তে পারেন ও আসেন।

"তিনি অবতার হ'য়ে থাকেন, উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। দেখ, গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হ'লো, পাটা বা ল্যাজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হ'লো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হ'চ্চে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ ঈশ্বর প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য মানুষদেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হ'ন।

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ধারণা করা যায়! তিনি অনন্ত—

[PERCEPTION OF THE INFINITE *]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। ঈশ্বরের সব ধারণা কে ক'র্‌তে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর, সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে পার্‌লেই হ'লো। তাঁর অবতারকে দেখ্‌লেই তাঁকে দেখা হ'লো।

"গঙ্গাজল যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গাদর্শন স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। (সকলের হাস্য)।

"তোমার পাটা যদি ছুঁই, তা হ'লে তোমায় ছোঁয়াই হ'লো।

"যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, তা হ'লে সাগর স্পর্শ করাই হ'লো।

"অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী।—

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। যেখানে আগুন পাবো, সেই খানেই আমার দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজ্‌বে, মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখ্‌বে উর্জ্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথ্‌লে প'ড়্‌ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

* Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Muller's Hilbert Lectures and Gilford Lectures.

(মাষ্টার দৃষ্টে) তিনি তো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ, কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঙ্মনসগোচরং।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, এ মনের গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয়,—কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি। তখন শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধি এক। শুদ্ধ মনের গোচর—ঋষি মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন।

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, আমায় ব'লেছে, 'গিরীশ ঘোষের মানুষকে অবতার ব'লে অত বিশ্বাস,এখন আমি কি ব'ল্‌বো? অমন বিশ্বাসের উপর কিছু ব'ল্‌তে নাই।

* * * *

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। মহাশয়! আমরা সব হল্ হল্ ক'রে কথা কচ্চি, কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট্ চেপে ব'সে আছে। কি ভাবে? মহাশয়! কি বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)।

"মুখহল্‌সা ভেতরবুঁদে কানতুল্‌সে দীঘল ঘোমটা নারী।
পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী।" (সকলের হাস্য)।

কিন্তু ইনি তা নন্—'গম্ভীরাত্মা' (সকলের হাস্য)।

গিরীশ। মহাশয়! শোলোকটী কি ব'ল্লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই ক'টী লোকের কাছে সাবধান হবে;—প্রথম মুখহল্‌সা; তারপর ভেতরবুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না; তারপর কান্‌তুল্‌সে, কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য; দীঘল ঘোমটা নারী—লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারি সতী, তা নয়; আর পানাপুকুরের জল—নাইলে সান্নিপাতিক হয়। (হাস্য)।

চুনীবাবু। এঁর (মাষ্টারের) নামে কথা উঠেছে। ছোট নরেন ওঁর পোড়ো, বাবুরাম ওঁর পোড়ো, নারায়ণ, পল্টু, পূর্ণ, তেজচন্দ্র—এরা সব ওঁর পোড়ো; কথা উঠেছে যে, উনি তাদের এইখানে এনেছেন, আর তাদের পড়া শুনা সব খারাপ হ'য়ে যাচ্চে। এঁর নামে দোষ দিচ্চে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাদের কথা কে বিশ্বাস ক'র্‌বে ?

এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নারাণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। নারাণ গৌরবর্ণ, ১৭।১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাকে বড় ভালবাসেন, তাকে দেখ্‌বার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল, তার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ব'সে ব'সে কাঁদেন। নারাণকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

গিরীশ (নারায়ণ দৃষ্টে)। কে খপর দিলে ? মাষ্টারই দেখ্‌ছি সব সার্‌লে ! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) রোসো ! চুপ চাপ ক'রে থাকো ! এঁর (মাষ্টারের) নামে একে বদ্‌নাম উঠেছে।

[অন্নচিন্তা।]

আবার নরেন্দ্রের কথা পড়িল।

একজন ভক্ত। এখন তত আসেন না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা,
কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।' (সকলের হাস্য)।

বলরাম। শিবুগুহোর বাড়ীর ছেলে অন্নদাগুহোর কাছে খুব আনাগোনা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, এক জন আফিসওয়ালার বাসায় নরেন্দ্র, অন্নদা এরা সব যায়। সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।

একজন ভক্ত। আফিসওয়ালার নাম তারাপদ।

[প্রতিগ্রহ ও মতামত।]

বলরাম (হাসিতে হাসিতে)। বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বামুনদের ওসব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল। (হাস্য)। অন্নদাকে আমি জানি, ভাল লোক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে—ভজনানন্দে।]

এই সময়ে ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন, কি বলেন শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন।

তারাপদ গান গাইলেন ;—

গীত।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী॥
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার)
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতর-ভয়ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন—
গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ,
দামোদর কংসদর্পহারী, শ্যাম রাসরসবিহারী॥
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার)

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। আহা বেশ গানটী ! তুমিই কি সব গান বেঁধেছ ?

একজন ভক্ত। হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। এ গানটী খুব উতরেছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়কের প্রতি)। নিতাইয়ের গান গাইতে পার ?

আবার গান হইল, নিতাই গেয়েছিলেন ;—

গীত।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায়।
বইছেরে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বলরে হরি ;
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়।
রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয় আয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গান হইল,—

গীত।

কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেমসাগরে উঠ্‌লো তুফান, থাক্‌বে না আর কুলমান।
(মন মজালে গৌর হে)।

ব্রজমাঝে রাখাল সাজে, চরালে গোধন,
ধ'র্লে ক'রে মোহন বাঁশী, মজ্‌লো গোপীর মন;
ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখ্‌লে বৃন্দাবন,
মানের দায়. ধ'রে গোপীর পায়.
ভেসে গেল চাঁদবয়ান।
(মন মজালে গৌর হে)।

সকলে মাষ্টারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তুমি একটী গান গাও। মাষ্টার একটু লাজুক, ফিস্ ফিস্ ক'রে মাপ চাহিতে লাগিলেন।

গিরীশ। (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে) মহাশয়! মাষ্টার কোন মতে গান গাইলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। ও স্কুলে দাঁত বার করবে, যত গান গাইতেই লজ্জা।

মাষ্টার মুখটী চুন ক'রে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

শ্রীযুত সুরেশ মিত্র একটু দূরে ব'সেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুত গিরিশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্যবদনে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি তো কি? ইনি (গিরীশ) তোমার চেয়ে।

সুরেশ (হাসিতে হাসিতে)। আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ। (ঠাকুরের প্রতি) আচ্ছা, মহাশয়! আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখাপড়া করি নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মহিম চক্রবর্ত্তী অনেক শাস্ত্র টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে—খুব আধার! (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

গিরীশ। কি? বিদ্যা? আমি অনেক দেখেছি। ওতে আর ভুলি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আমার—এখানকার ভাব কি জান?

"বই, শাস্ত্র এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পঁহুছিবার পথ ব'লে দেয়। পথ, উপায়, জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ ক'র্‌তে হয়।

"একজন একখান চিঠি পেয়েছিল, কুটুমবাড়ী তত্ত্ব ক'র্‌তে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিন্‌তে দেবার সময়, চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া

যাচ্ছিল না। কর্ত্তাটী তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ ক'র্‌লেন। অনেকক্ষণ ধ'রে—অনেক জন মিলে খুঁজে খুঁজে শেষে চিঠিখানি পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্ত্তা ব্যস্ত হ'য়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন; আর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, আর একখান কাপড় পাঠাইবে; আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিষের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা।

"শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু সব জেনেই কর্ম্ম আরম্ভ ক'র্‌তে হয়। তবে বস্তু লাভ।

"শুধু পণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাকৃতে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া।

"পাঁজীতে লিখেছে,বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়্—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ (সহাস্যে)। মহাশয়! পাঁজী ঠিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না? (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়—কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখে আর টাকায়।

"শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে, (সকলের হাস্য)।

কেবল খুঁজ্‌ছে, কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া!

[নরেন্দ্রের কথা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। নরেন্দ্র খুব ভাল গাইতে, বাজাতে, পড়ায় শুনায়, বিদ্যায়—এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।

(মাষ্টারের প্রতি) কেমন রে? কেমন গা, খুব ভাল নয়?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল।

[গিরীশ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (জনান্তিকে, মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, ওর (গিরীশের) খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।

মাষ্টার অবাক্ হইয়া গিরীশকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। গিরীশ ঠাকুরের কাছে কয়েক দিন আসিতেছেন মাত্র, মাষ্টার কিন্তু দেখিলেন, যেন পূর্ব্বপরিচিত—অনেক দিনের আলাপ—পরমাত্মীয়—যেন একসূত্রে গাঁথা মণিগণের একটী মণি!

নারাণ বলিলেন, মহাশয়! আপনার গান হবে না?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই মধুরকণ্ঠে মায়ের নামগুণগান করিতে লাগিলেন—

গীত।

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে॥ (মাঝে মাঝে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিওনাকো,
জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥

ঠাকুর ত্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে অভিমান করিয়া গাইতে লাগিলেন—

গীত।

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না।
(ওমা) ও দুটী চরণ, বিনে আমার মন,
অন্য কিছু আর জানে না।
তপনতনয় আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বলনা।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা,
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না।
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুখরাশি গেল না,
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম কেউ আর লবে না।

আবার নিত্যানন্দময়ীর ব্রহ্মানন্দের কথা গাইলেন—

গীত।

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল তবু ঢলে পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না (মা)।

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা একদৃষ্টে ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখিতে লাগিলেন।

গান সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'আমার আজ গান ভাল হ'ল না—সর্দ্দি হ'য়েছে।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সন্ধ্যাসমাগমে।]

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সিন্ধুবক্ষে, যথায় অনন্তের নীল ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অম্বরচুম্বিত পর্ব্বতশিখরে, বায়ুবিকম্পিত নদীর তীরে, দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী প্রান্তরমধ্যে, ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। এই সূর্য্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন? বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবিতেছেন—বালকস্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ। সন্ধ্যা হইল! কি আশ্চর্য্য! কে এরূপ করিল? পাখীরা পাদপশাখা আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদি কবি, কারণের কারণ, পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। ভক্তেরা, যে যে আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, তাই সকলে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখন শুনেন নাই—যেন সুধাবর্ষণ হইতেছিল। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা ব'লে ডাকা, তাঁরা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই। আকাশ, পর্ব্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখ্‌বার প্রয়োজন কি? গরুর শৃঙ্গ, পদাদি ও শরীরের অন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের কথা বলিলেন, এই গৃহমধ্যে কি তাই দেখিতেছি? সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি, শান্ত ও আনন্দময়? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দররূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসা শান্তি হইবে? অবতার হউন আর নাই হউন, ইঁহার চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়া'ছ, আর যাইবার যো নাই! ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা! দেখি, ইঁহার হৃদয়-সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

ভক্তেরা কেহ কেহ ঐরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিনাম, আর মায়ের নাম, শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। নামগুণকীর্ত্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, 'মা, আমি তোমার শরণাগত, তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলাম। মাগো! দেহসুখ চাই না, মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না; কেবল এই কোরো, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—নিষ্কাম, অমলা, অহৈতুকী, ভক্তি হয়। আর যেন, মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই—তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের, উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। মা! তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা ক'রে শ্রীপাদ-পদ্মে আমার ভক্তি দাও।'

ত্রিসন্ধ্যা যিনি তাঁর নাম করিতেছেন—যাঁর শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত নামগঙ্গা তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্না, তাঁর আবার সন্ধ্যা কি? পরে বুঝিলাম, লোক-শিক্ষার জন্য ঠাকুর মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন—

"হরি আপনি এসে, যোগিবেশে, করিলে নাম সঙ্কীর্ত্তন।"

* * * * *

গিরীশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই রাত্রেই যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাত হবে না?

গিরীশ। না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন, আমায় আজ থিয়েটার (Theatre) যেতে হবে—তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[রাজপথে।]

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা হবে। বলরামও, ঠাকুর খাবেন ব'লে রাত্রের খাবার প্রস্তুত ক'রেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিলেন,—বলরাম! তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।

দুতলা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল।

সঙ্গে—নারাণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি অনেকে। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হ'লেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর। নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে সস্নেহে বলিলেন, হাত ধ'র্‌লে লোকে মাতাল মনে ক'র্‌বে, আমি অমনি চ'লে যাব।

বোসপাড়ার তেমাথা পার হলেন—কিছু দূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাড়ী। এত শীঘ্র চ'ল্‌চেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে প'ড়ে থাক্‌চে। না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে। বেদে যাঁহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি ঠাকুর পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্যমনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধমনের, শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধ-আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার ক'র্‌ছেন। এই কি দেখ্‌ছেন—"যো কুচ হ্যায়, সো তুঁহি হ্যায়।"

এই যে, নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল! কৈ নরেন্দ্র ত সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিলেন না! লোকে বলে, এর নাম ভাব; এইরূপ কি শ্রীগৌরাঙ্গের হইত।

কে এ ভাব বুঝিবে?

গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিলেন।

নরেন্দ্রকে ব'ল্লেন, "ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"—কথার প্রতি অক্ষর করুণা-মাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই। এইবার হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা—এই একটা (দেহী?) ও একটা (জগৎ?)।

"জীব-জগৎ" এ সব কি ভাবে দেখিতেছিলেন, তিনিই জানেন! অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছিলেন। দু একটী কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্ হ'য়ে দাঁড়াইয়াছি, আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত-মন্দিরে।]

দ্বারদেশে গিরীশ; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দু-তলায় বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হ'য়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

[সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজ বিষয়ীদের কথা, বিষয়কথা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

কাগজখানা সরানো হবার পর, আসন গ্রহণ করিলেন।

[নিত্যগোপাল।]

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি)। ওখানে?—

নিত্য। আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, শরীর খারাপ, ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্?

নিত্য। ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই একগ্রাম নীচে থাকিস্!

নিত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়। এক একবার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে বৈকি। তোর সঙ্গে কে থাকে?

নিত্য। তারক।* ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাঙটা ব'ল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল।—সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগর্জ্জী—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হ'য়ে গিছ্‌লো।

---

* তারকনাথ ঘোষাল—শিবানন্দ।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক্ হ'য়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, "তুই এসেছিস? আমিও এসেছি।" এ কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাষা?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[পার্ষদ সঙ্গে। অবতার সম্বন্ধে বিচার।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র, গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টার অনেকে ছিলেন।

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষে ঈশ্বর অবতার হন। এদিকে গিরীশের জ্বলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানবদেহ ধারণ ক'রে মর্ত্ত্যলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো, আমি দেখ্‌বো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না—বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজী কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওর ও যা মত আমারও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র তবে একটা কথা আছে—শক্তিবিশেষ। কোন খানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ কোন খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রাম। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)। না, না, ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে, তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন না?

নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্মনসোগোচরং।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একই, ঋষিরা শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। মানুষে অবতার না হ'লে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন। না হ'লে কে শিক্ষা দিবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। হাঁ হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তার পর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগ্‌লো। Infinity—তার কি অংশ হয়? Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন? Tyndal, Huxley বা কি ব'লে গেছেন, এই কথা হ'তে লাগ্‌লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, ইগুণো * আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আমি তা ই সব দেখ্‌ছি! বিচার আর কি ক'র্‌বো? দেখ্‌ছি—তিনিই সব।

[রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হ'য়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমায় মন অখণ্ডে লীন হয়—তার কি ক'ল্লে বল দেখি?—

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না? (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু থাক্ না নাম্‌লে কথা কইতে পারি না!

"বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী।

"যেমন একটী বেল। এক জন, খোলা আলাদা, বীজ আলাদা আর শাঁস আলাদা ক'রেছিল। বেলটী কত ওজনে জান্‌বার দরকার হ'য়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন ক'র্‌লে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি শাঁস সব এক সঙ্গে ওজন ক'র্‌তে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয় শাঁসটিই সার পদার্থ ব'লে বোধ হয়। তার পর বিচার ক'রে দেখে, যে বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয়—জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার ক'র্‌তে হয়; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তার পর অনুভব হয়, যার শাঁস, তারই খোলা, বীচি; যা থেকে ব্রহ্ম ব'ল্‌ছো তাই থেকেই জীব জগৎ। যারই নিত্য (Absolute) তারই লীলা (Relative)। তাই রামানুজ ব'ল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

* তাঁহার ব্যবহৃত গ্রাম্য কথা—'ইগুণো' অর্থাৎ এই গুলি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[ঈশ্বর দর্শন—God-vision]

(মাষ্টারের প্রতি)। আমি তাই দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার ক'র্‌বো? আমি দেখ্‌ছি, তিনিই এই সব হ'য়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হ'য়েছেন।

"তবে চৈতন্য না লাভ ক'র্‌লে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে ব'ল্লে হবে না, 'এই আমি দেখ্‌ছি তিনি সব হ'য়েছেন, তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ ক'র্‌লে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হ'য়ে যায়, কামিনী কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয় কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়।

"চৈতন্য লাভ ক'র্‌লে তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

[অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ। Revelation.]

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিলেন—

"দেখেছি, বিচার ক'রে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান ক'রে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মানুষ-লীলা দেখিয়ে দেন, তাহ'লে আর বিচার ক'র্‌তে হয় না, কারুকে বুঝিয়েও দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘস্‌তে ঘস্‌তে দপ্‌ ক'রে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ ক'রে আলো যদি তিনি দেন, তা হ'লে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার ক'রে কি তাঁকে জানা যায়?"

[কালী * ও ব্রহ্ম †]

তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। কৈ কালীধ্যান তিন চার দিন ক'র্‌লুম, কিছুই তো হ'লো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন শক্তি ব'লে কই, কালী ব'লে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম ব'ল্‌চো, তাঁকেই কালী ব'ল্‌ছি।

---

* কালী—God in his relations to the conditioned.

† ব্রহ্ম—The Unconditioned, the Absolute.

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাব্‌তে হয়। কালী মান্‌লেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়; আবার ব্রহ্ম মান্‌লেই কালী মান্‌তে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। ওকেই শক্তি, ওকেই কালী, আমি বলি।"

এদিকে রাত হ'য়ে গেছে। গিরীশের থিয়েটার যেতে হবে। তাই হরিপদকে বলিলেন, 'ভাই, একখান গাড়ী যদি ডেকে দিস্‌—থিয়েটার যেতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) দেখিস্ যেন আনিস্ (সকলের হাস্য)।

হরিপদ। (হাসিতে হাসিতে) আমি আন্‌তে যাচ্চি—আর আন্‌বো না?

[ঈশ্বরলাভ ও কর্ম্ম; রাম ও কাম।]

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটার এখন যেতে হবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্ উদিক্ দুদিক রাখতে হবে; "জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।" (সকলের হাস্য)।

গিরীশ। থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে ক'র্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হ'চ্চে।

নরেন্দ্র। এই তো ঈশ্বর ব'লছে, অবতার ব'লছে। আবার থিয়েটারে টানে।

নবম পরিচ্ছেদ।

[সমাধিমন্দিরে।]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তার কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি কহিলেন, "মান কর্‌লি তো কর্‌লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)!"

[বিচার ও ঈশ্বরলাভ।]

(নরেন্দ্রের প্রতি) "যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার ক'র্‌ছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

"নিমন্ত্রণ-বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়?—যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ ক'মে যায় (সকলের হাস্য)।

অল্প খাবার প'ড়্‌লে আরো ক'র্‌তে থাকে। দুই পাতে পাতে প'ড়্‌লে কেবল সুপ্‌সাপ্‌। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হ'য়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে! তাঁকে লাভ হ'লে, আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি!

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ'।

কেন এরূপ করিতেছিলেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছিলেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বরদর্শন?

কি আশ্চর্য্য? দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে! ঐ দেখ, বহির্জ্জগতের হুঁস চলিয়া যাইতেছে। এরি নাম বুঝি অর্দ্ধবাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইত? এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। অ্যাতো গা টেপা পা টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা ক'র্‌ছেন, না শক্তি সঞ্চার ক'র্‌ছেন? দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইল। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাতজোড় ক'রে কি বল্‌ছেন।

ব'ল্‌ছেন—'একটা গান (গো)—তা'হলে ভাল হ'ব—উঠতে পার্‌বো কেমন ক'রে—গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা (নিতাই আমার)—

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্‌; চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ ক'রে রহিলেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে ব'ল্‌ছেন—

"দেখিস্‌ রাই যমুনায় যে প'ড়ে যাবি—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী!" আবার ভাবে বিভোর। বলিলেন;—

"সখি! সে বন কত দূর!
(যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর)
(ঐ যে কৃষ্ণ-গন্ধ পাওয়া যায়)
(আমি চলিতে যে নারি)"

এখন জগৎ ভুল হ'য়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় ব'সে আছেন, কিছুই হুঁস্‌ নাই। এখন মন প্রাণ ঈশ্বরে গত হ'য়েছে। 'মদগত অন্তরাত্মা।'

'গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'—এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান। আবার বসিলেন'; বসিয়া বলিতেছেন;—

"ঐ একটী আলো আস্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি—কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আলোটা আস্‌চে, এখনো বুঝিতে পারছি না।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইলেন—

গীত।

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—
মোহিলে প্রাণ;
সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে—
কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতে লাগিল। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে নিয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণাদশমী—অন্ধকার রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই কালীবাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁকে উঠান হইল। এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা।'

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার আলয়াভিমুখে যাইতেছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

[সেবকহৃদয়ে।]

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণছবি—স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজলিস—সুখস্বপ্নের ন্যায় নয়নপথে সেই প্রেমের হাট—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন,—

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—
মোহিলে প্রাণ।

কেউ ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন, "সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ ক'রে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর চোদ্দ পোয়া মানুষ কি ক'রে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝ্‌লাম, বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝ্‌লাম না।

"ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বেশ ব'ল্লেন, 'যতক্ষণ বিচার—ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।' তাও বটে। এই তো এক ছটাক বুদ্ধি; এর দ্বারা আর কি বুঝবো! ঈশ্বরের কথা—একসের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর ব'ল্লেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্ ক'রে, তাহ'লে এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় ব'লেছিলেন, "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্ ক'রে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন! তবে—

"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"

"যেমন Palestineএ মূর্খ ধীবরেরা Jesusকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

"যদি দপ্ ক'রে তিনি না দেখান্ তা হ'লে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ব'ল্ছেন ও কথা, সে কালে অবতার বিশ্বাস ক'র্বো। তিনিই শিখিয়েছেন—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস!—গুরুবাক্যে বিশ্বাস! আর

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হ'বনাকো পথহারা॥"

"আমার তাঁর বাক্যে—ঈশ্বরকৃপায়—বিশ্বাস হ'য়েছে—আমি বিশ্বাস ক'র্বো; অন্তে যা করে করুক—আমি এই দেবদুর্ল্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়্বো? বিচার থাক্। জ্ঞান চচ্চড়ি ক'রে কি আর একটা Faust হব? আবার কি গভীর রজনী মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, আর আমি একাকী ঘরের মধ্যে 'হায়, কিছু জানিতে পারিলাম না, Science, Philosophy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম, এই জীবনে ধিক্' এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিব? না Alastor এর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিব? না, আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্ জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ ক'র্তে যাবার প্রয়োজন নাই। আর, এক সের বাটীতে চার সের দুধ ধ'র্লো না ব'লে মরিতে যাবারও দরকার নাই। বেশ কথা;—গুরুবাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবন্, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজ্তে যাওয়াইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—অমলা অহেতুকী—ভক্তি, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। কৃপা ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর।"